সংবাদ

তারিখ ... 31 MAR 2014
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ

অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতাই যেখানে নিয়ম

আকিব উদ্দিন

অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতায় অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে দেশের ১৪টি সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (টিটিসি)। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাসীনতায় বেপরোয়া সনদ বাণিজ্যে লিপ্ত হয়েছে প্রায় অর্ধশত বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ। শিক্ষা প্রশাসনের 'শীর্ষস্থানীয়' কর্মকর্তারা দুর্নীতিগ্রস্ত টিটিসি থেকে নানাভাবে সুবিধা পাওয়ায় সরকারি প্রশিক্ষণ কলেজগুলোর অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার লাগাম টানতে পারছে না মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে দীর্ঘদিন ধরে সনদ বাণিজ্যে লিপ্ত আছে বেসরকারি টিটিসির মালিকরা।

সারাদেশে সরকারি টিটিসি আছে ১৪টি। এসব প্রতিষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারি স্কুল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিএড বা ব্যাচেলর অব এডুকেশন পাঠদান করা হয়। আর কলেজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য সারাদেশে এইচএসটিটিআই বা হায়ার সেকেন্ডারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে পাঁচটি। মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিএমটিটিআই আছে একটি।

এছাড়া সারাদেশে বেসরকারি টিটিসি আছে মোট ১০৬টি। অনিয়ম, দুর্নীতি, সনদ বাণিজ্য ও অব্যবস্থাপনার দায়ে ২০১০ সালের প্রথম দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩৮টি টিটিসিকে লাল তালিকাভুক্ত করেছিল। পরবর্তীতে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুটি কলেজ মালিকপক্ষ নিজে থেকে বন্ধ করে দেয়। বাকি ৩৬টি কলেজের মালিকরা চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজেদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। পরবর্তীতে এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মামলা করে, যা এখনও চলমান।

এ বিষয়ে মাউশির পরিচালক (প্রশিক্ষণ) প্রফেসর রাখাল চন্দ্র দে সংবাদকে বলেন, 'টিটিসিগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। কেউ আমাদের নির্দেশ মানছে না।' তিনি বলেন, 'প্রতিষ্ঠানের গাড়ি ছাত্রদের কাজে ব্যবহার না করে ভাড়া নিলে এবং হল ভাড়া নিয়ে অর্থ আয় করলে একজন অধ্যক্ষের মরালিটি (নৈতিকতা) থাকে না।'

সরকারি টিটিসির যত অনিয়ম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারি টিটিসিতে এবার বিএড কোর্সে ভর্তি ফি নির্ধারণ করেছিল দুই হাজার ৭০০ টাকা। আর এ কোর্সে ভর্তির শেষ সময় ছিল গত ২৭ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু ৮/১০টি টিটিসি এই নির্দেশনার তোয়াক্কা না করে ইচ্ছামতো ভর্তি ফি আদায় করেছে এবং এখনও ভর্তি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আর এসব প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত ভর্তি আদায় করাতে এবার কোন টিটিসিতেই নির্ধারিত আসন পূরণ হয়নি। প্রার্থীরা ভর্তি হয়েছে

অনিয়ম : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

অনিয়ম : স্বেচ্ছাচারিতাই

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বেসরকারি টিটিসিতে। অভিযোগ আছে, বেসরকারি টিটিসিগুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তি ফি ২০ থেকে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়ে নামকাওয়াস্তে পাঠদান করেই বছর শেষে সনদ ধরিয়ে দিচ্ছে। মাউশির নির্দেশনা অনুযায়ী এমপিওভুক্তির জন্য শিক্ষকদের সরকারি টিটিসি থেকে বিএড কোর্স করা আবশ্যক।

মাউশির প্রশিক্ষণ শাখার তথ্যানুযায়ী, ঢাকা টিটিসি বিএড কোর্সে ভর্তি আদায় করেছে ছয় হাজার টাকা, ময়মনসিংহ টিটিসি (পুরুষ) নিয়েছে চার হাজার ৪০০ টাকা, সিলেট টিটিসি নিয়েছে চার হাজার ৯৫০ টাকা। এর মধ্যে ঢাকা টিটিসির ৬৫০টি আসনের বিপরীতে এবার বিএড কোর্সে ভর্তি হয়েছে ৫৪৮ জন, ময়মনসিংহ টিটিসির ৬০০ আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ৫১৪ জন এবং সিলেট টিটিসিতে ৩৪০টি আসনের বিপরীতে এবার ভর্তি হয়েছে মাত্র ১০০ জন ছাত্র। এছাড়াও ফরিদপুর টিটিসি ভর্তি ফি নিয়েছে পাঁচ হাজার ৩০০ টাকা, চট্টগ্রাম টিটিসি নিয়েছে পাঁচ হাজার টাকা।

এ বিষয়ে ঢাকা টিটিসির অধ্যক্ষ প্রফেসর দীপক কুমার নাগ সংবাদকে বলেন, 'কলেজের গাড়ির চালকের খরচ বাবদ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বছরে ১২৫ টাকা নেয়া হয়েছে। এছাড়াও কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্যও অনেক অর্থ খরচ করতে হয়। এজন্য ভর্তি ফি কিছুটা বেশি নিয়েছি।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সিলেট টিটিসির অধ্যক্ষ প্রফেসর নিতাই চন্দ্র চন্দ সংবাদকে বলেন, 'কম ছাত্র ভর্তি হওয়ায় ফি কিছুটা বেশি নিতে হয়েছে। তাছাড়া নতুন প্রতিষ্ঠান হওয়ায় অনেক ব্যয় ছাত্রদের বেতন থেকে নির্বাহ করতে হয়।'

কয়েকটি টিটিসির অধ্যক্ষ সংবাদকে জানান, শিক্ষা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা প্রায় প্রতি সপ্তাহে টিটিসির কার্যক্রম পরিদর্শনে আসেন। তখন তাদের সম্মানীভাতা দিতে হয়। তাছাড়া কয়েকটি টিটিসির গাড়ির চালক মাউশি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত গাড়ি চালাচ্ছে। ফলে সংশ্লিষ্ট টিটিসির গাড়িচালকের খরচ মেটাতে হয় নিজস্ব তহবিল থেকে।